প্রবাসে প্রতিদিন

নাজমা মোস্তফা

অনেক লেখাতেই ফুটে উঠে প্রবাসে প্রজন্মদের দ্বন্ধ মুখর সংঘাত চিত্র। যার মোকাবেলায় ফনা তোলে আছে বিষধর সংস্কৃতি বনাম পাশ্চাত্যের নগ্ন সামাজিকতা এবং এর নীচে হাসফাস রত প্রাচ্যের সুরুচিতে গড়ে উঠা সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে বেড়ে উঠা বাবা মারা। সমাজ বিনির্মানে মুক্ত চিন্তার ক্ষেত্রে অনেকেই তথ্য বহুল চিত্র তুলে ধরছেন, সন্দেহ নেই।

কিছু লেখায় ফুটছে ঠিক এরকম যে, প্রজন্মের নবীনরা বাঙ্গলা বলে না, বাঙ্গালী আত্মীয় সহ্য করতে পারে না, মেহমান দেখলে বিগড়ে যায়, ঠাস করে ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয়। এ কেমন কথা? খালা চাচা দেখলে যদি গা জ্বালা করে তবে অবশ্যই মা বাবা দেখলেও খুব শীঘ্র গা জ্বলতে শুরু করবে। এমনতরো আচরণ বা উদাহরণ একমাত্র বনের সিংহ রাজাই দেখাতে পারে। নয়তো দেখা যায় বনের পশুরাও দলবদ্ধ হয়ে বাস করে, তারাও স্বগোষ্ঠী বুঝে; পশুর মাঝে নিকৃষ্ট জীবের মাঝেও খুজলে এদের শিখবার অনেক আছে। । একটা কাক একা কিছু খায় না, চিৎকার দিয়ে স্বজাতি আরো জ্ঞাতিবর্গকে জড়ো করে দলবেধে সামান্য জিনিসও উদরস্থ করে। আর ঐ খুঁদে পিপড়ে এবং মৌমাছি কুলের থেকেও আমাদের মানব জাতির শিখবার অনেক আছে।

বাইসেক্সুয়েল, হোমোসেক্সুয়েল, এর সাথে বিকৃত সেক্সের এক লালনাগার অবাধ স্বাধীনতায় লাগামহীন, পাশ্চাত্যের অর্থপুষ্ট কদর্য সমাজ ব্যবস্থায় এক বিকৃত মানব কুলের এ সমাজ । এখানে প্রজন্মের নবজাত আধুনিকেরা এসবের তালে বিভ্রান্তিকর কাল কাটাচেছ। আর এই বিভ্রান্তি থেকে বাঁচানোর দ্বায়িত্ব বাবা মায়েরই, গুরুজনদের এমন কি এসব দ্বায়িত্ব লেখক, সাহিত্যিকদেরও কম নয়। প্রত্যেকেরই উচিত সঠিক দিকদর্শন মুলক কাজ করা। বাংলাদেশ এসব সমস্যার সম্মুখিন এখনও নয়। তবু সেই সমাজেও দেখা যায় দুই একজন তাদের সাহিত্য সভ্যতাকে ধ্বসিয়ে দিতে অনেক কসরত করেছেন। তারা যে একদম সফল হন নি তা বলবো না তবে যেমন আশা করেছিলেন তেমন ফল হয়তো ফলে নি।

অনেক ধর্মধারী গোষ্ঠী ধর্মকে না বুঝে ফতোয়া দিয়ে যেভাবে ধর্মটির সর্বনাশ করছেন ঠিক সেভাবে আরেক দল আছেন যারা ধর্মের সামান্যতম জ্ঞান না রেখেও ধর্মের সমালোচনা শুরু করে দেন। মনে করেন এটিই সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ হবে এবং এই পন্থাই খুব অল্পেই চুড়াতে উঠা যাবে। তাই কি? সঠিক জ্ঞান বিহীন কেউ লড়তে গিয়ে আন্দাজের উপর কেউ জিতেছে এ রকম তো শুনা যায় নি এ যাবত, ইতিহাস তো তা বলে না। মুসলমান অনেক বড় কঠিন আর্দশধারী সদস্য, একটি কঠিন দর্শন তারা পেয়েছে আজ থেকে মাত্র চৌদ্দশত বছর আগে। শুধু নামটা মুসলমান হলেই মুসলমান হওয়া যায় না এটা ছাড়াও একজন সঠিক মুমিনের আচারে আচরণে, কথায় ও কাজের মিল থাকতে হবে।

সম্প্রতি পত্রিকায় একটি গল্প পড়ে ঐ দিন আমার কাছে বেশ লাগামছাড়া লেগেছে, দেখা যায় বাবা মা দেদারসে মদের নেশায় চুমুক দেয়া সভ্যতার জোরদার সদস্য আবার ছেলে মেয়েরা ভিন সভ্যতায় বিয়ে করছে হাফপ্যান্ট পরা ছেলে এবং উরু বের করা মেয়ে এবং সমকামিতার রাজ্যে ভাসছে আর এর জবাবে বাবা মারা হাসফাস করছেন। কেন? উনাদের হাসফাস করার কি আছে? ভাসাভাসিতে তো বাবা মারাও

ভাসছেন এখানে না হয় তারা সন্তানেরা একটু বেশী ভাসছে তাতে হাসফাস করার তো কিছু নেই। এ ধরনের বাবা মায়ের সন্তানেরা এরকম হওয়াই স্বাভাবিক। বরং যদি ভালো বাবা মায়ের সন্তান নষ্ট হয় প্রসঙ্গটা শুধু তখনই আসতে পারে, তার আগে নয়। অবশ্যই কোন মুসলমানের ঘরে উরূ বের করা মেয়ে সমাদর পাবার কথা নয় তবে এরকম আরোও সমাজ আছে যেখানে উরূ বের করা মেয়ে সমাদর পেতে পারে।

মুসলমানের ঘরে এটি সমাদর না পাবার কারণ এতে তার আর মৌলিকত্ব কিছুই থাকে না। এ ধর্মটি গ্রহণ করা খুবই সোজা কিন্তু পালন করা একদম সহজ নয়। শুধু সপ্তাহে একদিন বা পালাপার্বনে মাঝেমাঝে ধর্মচর্চা করলেই এ ধর্ম রক্ষা হয় না। শোনা যায় অনেক অভিভাবক এবং তরূণেরা একসাথে এই ভেসে যাওয়ার শুলে চড়তে রাজি যেখানে গেলে একদম নিজের খোলসটা ফেলে দেয়া যায়। এই শুলে চড়ার আনন্দ তাদেরই বেশী যারা এই আদর্শের কোন মুল্য বুঝে না। যারা উড়ে এসে জুড়ে বসেছে, ধর্মের গভীরে যারা ঢোকে নি তারা কেমন করে সুকঠিন এমন সুন্দরকে হৃদয় মন দিয়ে উপলব্ধি করবে?

একটা মানুষ জন্ম নিয়ে সারা জীবন একটা গ্রামে আবদ্ধ থাকে না। সে তার প্রয়োজনে শহরে বন্দরে বের হয় এতে সে অনেক গ্যাড়াকলে পড়লেও অনেক আলোতেও সে আলোকিত হয়। হুচটে হুচটে তার অনেক শিক্ষা হয়। সে অনেক বুঝতে জানতে শিখে। এভাবেই তার জীবনের পুর্ণতা আসে। গ্রাম ছেড়ে শহরে এসেই কলেজে না ঢুকে যদি সে পতিতালয়ে ঢুকে যায় তার জন্য তাকে বাহবা দিবার কিছু নেই। তার জন্য দুটো রাস্তাই খোলা থাকে। হয় সে ভালো করে লেখাপড়া করে সোনার ছেলে হবে নয়তো সে সন্ত্রাসী বখাটে হয়ে নোংরা ছেলে হবে। এ ধারা সর্বযুগে সর্ব সমাজে মাথা উঁচু করে আছে। এ ধারা থেকে উদ্ধার পাবার রাস্তা একটা-ই, আদর্শ চিহ্নিত করা এবং তার পদচিহ্ন বরাবর চলতে শেখা। এ থেকে উদ্ধার পাবার আর কোন রাস্তা খোলা নেই। আর এই রাস্তাটা একজন মুসলমানের জন্য সবচেয়ে সহজ। সাধারণতঃ অন্য ভিন্ন সমাজে ধর্মের দোহাই দিয়েও এসব থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই।

তাই যুগের প্রয়োজনে, জীবনের প্রয়োজনে জনতারা স্বদেশ ছেড়ে বিদেশে বসবাস করলেই তাকে গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে যেতে হবে কেন? তাড়ি খানার মদ আকন্ঠ গলায় ঢেলে তৃপ্তি খুঁজতে হবে কেন? ব্রান্ড নেমের সিল করা নাম করা বিদেশী মদ ঢেলে কান ফুটো করে ঢং সাজলেই কি প্রজন্মরা উদ্ধার পেয়ে যাবে? নরকের রাস্তায় কোন দিনই যন্ত্রণা ছাড়া মুক্তি নেই। ভাল মন্দের ভেদটুকু সেই শিশুকালে প্রতিটি শিশুকে কোলে নিয়েই মাকে বাবাকে শিখিয়ে দিতে হবে গল্পে গল্পে, ছড়ায় ছড়ায়, কথায় কথায়, ওটাই ধর্ম, ওটাই জীবন।

যে সমাজে স্কুলের মাঠে সেভেন এইটের ছেলে মেয়েরা জড়াজড়ি করে ঢলাঢলি করে কামড়াকামড়ি করে উদাহরণ রাখছে এবং যা দেখতে দেখতে কচি শিশুটাও বেড়ে উঠছে, সভ্যতার সুরূচি এভাবেই তারা বিকশিত করছে এবং তা দেখে অনেক অভিভাবকসহ সাহিত্যিকদের মোড়ও নোংরামির দিকে ঝুকে পড়ছে। এরা সবাই প্রকট এক পরিস্থিতির শিকার। আরবে এককালে আইয়ামে জাহেলিয়া ছিল। সে সময়ও তাদের অনেক ভাল গুণাগুণও ছিল। শিল্প. সাহিত্য, সংস্কৃতিতে তারাও উদাহরণ হয়ে ছিল কিন্তু জাহিলিয়াতিতে তারা এমনই জালিম জুলুমী করেছিল যার কারণে স্রষ্টা বাধ্য হয়েছিলেন ঠিক সে জায়গাটিতে তার শ্রেষ্ঠ অস্ত্রটি পাঠাতে। তখন সেখানের অধিবাসীরা এ অবস্থায় সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে

নেয় নি। অনেক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখিন হয়েছিল এটা ঠিক কিন্তু বিজয়ও তাদেরই দোয়ার কাঁপিয়ে তোলে। তারা অবশেষে সত্যকে আলিঙ্গন করে এটাকে বরন করে নেয়। বলে নি যে আমরা এই নোংরামির মরণেই সুখ খুঁজে পেয়েছি। বরং দেখা যায় পরম সুন্দরের আহবানে তারা অম্লান বদনে নিজের সহায় সম্পদসহ সমস্ত সত্ত্বা বিলিয়ে দেয় অকুন্ঠ চিত্তে। খুব অল্প দিনেই বিজয় ডঙ্কা বেজে উঠে জাহেলিয়াতির দেয়াল ধ্বসে।

আজ এখানে প্রজন্মরা সমুদ্র ঝড়ের মুখেমুখি। এমন এক জাহেলিয়াতের দোর গোড়ায় আমাদের প্রজন্মও ব্যতিক্রমী অবদান, উদাহরণ, এক প্রমাণ হতে পারে আকন্ঠ ডুবন্ত জাতির জন্য। ওরা সত্যের সুন্দরের মশাল নিয়ে এগিয়ে গেলে অনেকেই জীবনের জন্য, বাঁচার জন্য পথ খুঁজে পেতে পারে। তারা এতে নিজেরা তো বাঁচবেই আরো সব ডুবন্ত যাত্রীকে বাঁচানোর ক্ষমতা যে তাদের নেই তা তো না। তারা নিজেরাই হবে উদ্ধারকারী এবং উদ্ধারপ্রাপ্ত। আজ থেকে চৌদ্দশত বছর আগে তারই পুর্ব পুরুষরা যে অসম্ভব কাজ একদিন করে সমাজ সভ্যতাকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে সেই একই আদর্শ আজ তার হাতের নাগালের মাঝে। আজ কেন সে পারবে না, কেন সেই সুন্দরকে সে নতুন করে আবিষ্কার করতে পারবে না, এ আত্মবিশ্বাস তার গড়ে দিতে হবে মন ও মননে। আমাদের আগত, অনাগত শত সন্তানের পথরেখা ঠিক করে দেবার দ্বায়িত্ব আমাদের নিজেদেরই আর এ আত্মবিশ্বাস যে হারায় সে আর যা হোক অবশ্যই মুমিন নয়। সে বিভ্রান্ত গোষ্ঠীর সদস্য ছাড়া আর কিছু নয়। তার কাছ থেকে শিখাময় উজ্জ্বল আলোর সম্ভাবনা খুবই ক্ষীন। সে নৈরাশ্যবাদীদের একজন। সঠিক সুন্দরের কাছে নৈরাশ্যের কোন ঠাই নেই। সেখানে শুধু টিকবে সত্য সুন্দর, আশা আর আলো, সম্ভাবনাময় এক নতুন পৃথিবী।

সুসংগ্রহ: তারা ছাড়া যারা তওবা করে (অর্থাৎ অনুতপ্ত হয়ে সৎপথে ফেরে) ও সংশোধন করে (নিজেদের আচরণ), আর (সত্য) প্রকাশ করে, তাহলে তারাই (ভাগ্যবান)। তাদের প্রতি আমি ফিরি, আর আমি বার বার ফিরি। (যেহেতু আমি নিজে) অসীম কৃপানিধান। (সুরা বাকারাহ এর ১৬০ আয়াত)

যুক্তরাষ্ট্র।
nazmam@mail.com